ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৫)
এবং
বীচ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৫)

নির্দেশিকা

ক্রীড়া পরিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মোঃ তোফায়েল হোসেন
সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমিকা:

তৃণমূল পর্যায়ে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের অন্বেষণপূর্বক জাতীয় দলের খেলোয়াড় সরবরাহের পাইপলাইন সমৃদ্ধকরণ ও জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ তৈরির মাধ্যমে ফুটবলের হারানো গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং তরুণ প্রজন্মকে মাদকসহ সকল অসামাজিক কর্মকান্ড হতে বিরত রাখা ও লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে অনূর্ধ্ব-১৫ বছরের কিশোর কিশোরীদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কারিগর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়। ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে বাছাইকৃত অধিকতর প্রতিভাবান (প্রতি বিভাগে ৮ জন করে দল) খেলোয়াড়দের নিয়ে খেলোয়াড়দের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বীচ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। এ টুর্নামেন্ট সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৫) ও বীচ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৫) নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালার আলোকে বর্ণিত ফুটবল টুর্নামেন্ট সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো:

১। শিরোনাম :

টুর্নামেন্টের নাম হবে 'ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৫) ও বীচ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৫) নির্দেশিকা'।

২। সংজ্ঞা :

টুর্নামেন্ট: ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৫ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা;

অংশগ্রহণকারী দল: ৮ টি বিভাগীয় দল;

ম্যাচ কমিশনার: ফুটবল খেলার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি খেলার ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন;

কমিটি: টুর্নামেন্ট পরিচালনার জন্য ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কমিটি;

৩। টুর্নামেন্টের পর্যায় :

ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টটি ২টি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে;

ক) বিভাগীয় পর্যায়: বিভাগের অধীনস্থ জেলাসমূহ হতে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নিয়ে জেলা দল গঠনপূর্বক বিভাগীয় পর্যায়ে জেলা দলসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে বিভাগীয় দল গঠিত হবে।

খ) জাতীয় পর্যায়: ৮টি বিভাগীয় দল নিয়ে ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে জাতীয় পর্যায়ের খেলা/ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

বীচ ফুটবল: ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে প্রাপ্ত [বাছাইকৃত অধিকতর প্রতিভাবান (প্রতি বিভাগে ৮ জন করে দল) খেলোয়াড়দের নিয়ে] খেলোয়াড়দের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বীচ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে।

৪। টুর্নামেন্ট কমিটি :

ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৫) এর সকল খেলা পরিচালিত হবে।

৫। খেলোয়াড়দের বয়সসীমা :

ক) বিভাগীয় পর্যায়ে খেলা শুরুর নির্ধারিত তারিখে খেলোয়াড়দের বয়সসীমা অনূর্ধ্ব-১৫ বছর হতে হবে। নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য ডিজিটাল জন্ম নিবন্ধন বিবেচিত হবে। জন্মসনদ এবং বয়স প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরযুক্ত প্রত্যয়নপত্র, পিইসি পরীক্ষার ছবিযুক্ত মূল প্রবেশপত্র এবং জেএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ছবিযুক্ত মূল কাগজপত্র (রেজিস্ট্রেশন কার্ড, অ্যাডমিট কার্ড) সঙ্গে অবশ্যই জন্মনিবন্ধন (অনলাইন) প্রিন্টেড কপি দাখিল করতে হবে। এছাড়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্কুলের টট লিষ্ট (ছবিযুক্ত) দাখিল করতে হবে।

খ) বিভাগীয় দলের খেলোয়াড়দের বয়স নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভাগীয় কমিশনার এর উপযুক্ত প্রতিনিধি, উপপরিচালক (স্বাস্থ্য)/সিভিল সার্জন, উপপরিচালক/জেলা শিক্ষা অফিসার ও সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া অফিসার সমন্বয়ে বয়স যাচাইয়ের প্রত্যয়ন আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া অফিসার নিশ্চিত করবেন।

গ) খেলোয়াড়দের বয়স যাচাইয়ে সর্বোচ্চ সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই খেলোয়াড়দের বয়স ১৫ বছরের বেশি হবে না।

ঘ) খেলোয়াড়দের বয়স যাচাইয়ে সঠিকতা প্রমাণে ব্যর্থ হলে বা ১৫ বছরের বেশি বয়সী খেলোয়াড় দলে অন্তর্ভুক্ত করা হলে সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া অফিসার ও কোচ এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ব্যক্তিগত দায় নির্ধারণ করা হবে।

ঙ) প্রয়োজনে বিভাগীয় পর্যায়ে আগত দলের খেলোয়াড়দের বয়স নিশ্চিত হওয়ার জন্য বোন টেস্টের রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

৬। অংশগ্রহণকারী দল :

(ক) অংশগ্রহণকারী দল নিম্নরুপ প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হবে : (১) মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; (২) ক্রীড়া ক্লাব; (৩) ক্রীড়া একাডেমি; (৪) ক্রীড়া সংগঠন।

(খ) সদস্য সংখ্যা: ১৮ জন (১৬ জন খেলোয়াড়, ১ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কোচ)

৭। খেলার মাঠ :

(ক) খেলার মাঠের আয়তন কমপক্ষে: দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার এবং প্রস্থ ৬৪ মিটার হবে।

(ঘ) জাতীয় পর্যায়ের খেলা: ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মাঠে জাতীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

৮। খেলার নিয়ম কানুন :

(ক) টুর্নামেন্টের সকল খেলা নকআউট পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে।

(খ) খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা বা জটিলতা দেখা দিলে তা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের বিধি ও উপবিধি অনুসারে নিষ্পত্তি করা হবে।

৯। খেলোয়াড়দের তালিকা :

(ক) এক বিভাগের খেলোয়াড় অন্য বিভাগের খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

(খ) খেলার নির্ধারিত তারিখের ৭ (সাত) দিন পূর্বে জেলা ক্রীড়া অফিসার কর্তৃক পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর এর নিকট ছবিসহ দলের তালিকা প্রদান করতে হবে।

(গ) খেলা শুরুর কমপক্ষে ১ (এক) ঘন্টা পূর্বেই টুর্নামেন্ট কমিটি রেফারির নিকট কর্মকর্তা, কোচ ও খেলোয়াড়দের তালিকা প্রদান করবে।

(ঘ) বিকেএসপিতে বর্তমানে অধ্যয়নরত কোন খেলোয়াড় এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবে না।

ছাফায়েল হোসেন
সহকারী সচিব
ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সরকার

(ঙ) টুর্নামেন্টে অংশ নেয়ার পূর্বেই খেলোয়াড়ের তালিকা জমা দিতে হবে। বয়স এবং ডকুমেন্ট যাচাইয়ে উত্তীর্ণ খেলোয়াড় মূল খেলায় অংশ নিতে পারবে। টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার পর নতুন করে খেলোয়াড় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

১০। খেলার মাঠে প্রবেশ :

(ক) দলের নির্ধারিত খেলোয়াড়, ১ জন কর্মকর্তা এবং ১ জন কোচ খেলার মাঠে নির্ধারিত স্থানে গমন ও অবস্থান করতে পারবে।

(খ) খেলোয়াড় আহত হলে রেফারির অনুমতি সাপেক্ষে কেবলমাত্র দলের কর্মকর্তা মাঠে প্রবেশ করতে পারবে।

(গ) রেফারির আহ্বানে মেডিকেল টিম মাঠে প্রবেশ করতে পারবে।

১১। খেলোয়াড়দের পোশাক এবং সাজ-সরঞ্জাম:

(ক) খেলোয়াড়গণ স্পষ্ট নাম্বারের জার্সি ও প্যান্ট পরিধান করবে।

(খ) প্রতিদ্বন্দী দলের সঙ্গে জার্সির রং মিলে গেলে টসের মাধ্যমে জার্সি পরিবর্তন করা যাবে।

(গ) খেলোয়াড়দের অবশ্যই বুট পরিধান করতে হবে।

১২। খেলার সময় :

(ক) বালক : খেলার সময় ৯০ মিনিট। প্রথমার্ধ ৪৫ মিনিটের পর ১০ মিনিট বিরতি এবং দ্বিতীয়ার্ধ ৪৫ মিনিট। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কমিটি এ সময়সীমা পরিবর্তন করতে পারবে।

(খ) বালিকা : খেলার সময় ৭০ মিনিট। প্রথমার্ধ ৩৫ মিনিটের পর ১০ মিনিট বিরতি এবং দ্বিতীয়ার্ধ ৩৫ মিনিট। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কমিটি এ সময়সীমা পরিবর্তন করতে পারবে।

(গ) নির্ধারিত সময় খেলা অমীমাংসিত থাকলে অতিরিক্ত সময়ে (৫+৫) ১০ মিনিট খেলা হবে। অতিরিক্ত সময়ে কোন বিরতি ছাড়াই ৫ মিনিট পর পার্শ্ব পরিবর্তন হবে। অতিরিক্ত সময়ে খেলার ফলাফল নির্ধারিত না হলে টাই-ব্রেকারের মাধ্যমে খেলার ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। তবে সময় কম থাকলে টুর্নামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্তে সরাসরি টাইব্রেকারের মাধ্যমেও খেলা নিষ্পত্তি করা যাবে।

১৩। খেলার সময়সূচি:

(১) ক্রীড়া পরিদপ্তর ক্রীড়া ক্যালেন্ডার/যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে সময়সূচি প্রণয়ন করবে।

(২) খেলার সময়সূচি অনুযায়ী টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। তবে টুর্নামেন্ট কমিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বিশেষ কারণে খেলার তারিখ, সময় ও স্থান পরিবর্তন করতে পারবে।

(খ) খেলোয়াড় বদল এবং খেলা চলাকালীন খেলোয়াড়ের সংখ্যা:

(১) প্রতিটি খেলায় তালিকাভুক্ত খেলোয়াড় হতে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী (বাফুফে) খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে।

(২) খেলোয়াড় তালিকায় অথবা খেলা শুরুর পর খেলায় অংশগ্রহণকারী কোন দলে ৭ (সাত) জনের কম খেলোয়াড় থাকলে প্রতিপক্ষ দলকে ২-০ গোলে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। গোল সংখ্যা ২ এর বেশি হলে তা বহাল থাকবে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি দলে ৭ জনের কম খেলোয়াড় থাকলে খেলাটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হবে।

(৩) বিশেষ পরিস্থিতিতে টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সাব্যস্ত হবে।

মোঃ তোফায়েল হোসেন
সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪। রেফারি :

(১) খেলা পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট টুর্নামেন্ট কমিটি রেফারি নিয়োগ করবে।

(২) খেলাসমূহ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের রেফারি কমিটির তালিকাভূক্ত রেফারি নিয়োগ করতে হবে।

(৩) খেলা চলাকালে রেফারির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। রেফারির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপিল/ আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

১৫। খেলার সময়সূচি :

(১) টুর্নামেন্ট কমিটি যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে টুর্নামেন্টের সময়সূচি প্রণয়ন করবে।

(২) খেলার সময়সূচি অনুযায়ী টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। তবে টুর্নামেন্ট কমিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বিশেষ কারণে খেলার তারিখ, সময় ও স্থান পরিবর্তন করতে পারবে।

১৬। অংশগ্রহণকারীদের সম্মানি :

বিভাগীয় পর্যায়ে বাছাইয়ে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের দূরত্ব বিবেচনায় নির্ধারিত হারে টিএ, ডিএ প্রদান করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী দলসমূহকে টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক প্রতি খেলার জন্য দূরত্ব বিবেচনায় নির্ধারিত হারে টিএ, ডিএ প্রদান করতে হবে। খেলা চলাকালীন কোন দল খেলা হতে বিরত থাকলে কোন ভাতা প্রদান করা হবে না।

১৭। অংশগ্রহণের ব্যর্থতা :

কোন দল খেলা শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাঠে উপস্থিত না থাকলে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে উপস্থিত দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। কোন দল নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে খেলায় অংশগ্রহণ না করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।

১৮। চূড়ান্ত ক্রম নির্ধারণ :

টুর্নামেন্টের কোন পর্যায়ে যুগ্ম-চ্যাম্পিয়ন থাকবে না। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় খেলা অমীমাংসিত থাকলে টাই-ব্রেকারের মাধ্যমে বিজয়ী দল নির্ধারণ করা হবে।

১৯। শৃঙ্খলা উপকমিটি :

৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি শৃঙ্খলা উপকমিটি খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও রেফারিদের আচরণ ও কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০। অভিযোগ/আপত্তি :

(ক) খেলা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ/আপত্তি থাকলে খেলা শেষ হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা জমাদানপূর্বক টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি/সম্পাদক বরাবর লিখিত আবেদন করতে হবে।

(খ) অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলা উপকমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(গ) অভিযোগকারীর পক্ষে রায় হলে জমাকৃত অর্থ ফেরৎ প্রদান করা হবে; অন্যথায় উক্ত অর্থ ফেরৎ প্রদান করা হবে না।

মোঃ তোফায়েল হোসেন
সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১। আপিল :

শৃঙ্খলা উপকমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট টুর্নামেন্ট কমিটির নিকট ৬ (ছয়) ঘন্টার মধ্যে লিখিত আবেদন দাখিল করতে হবে। টুর্নামেন্ট কমিটি ১২ (বার) ঘন্টার মধ্যে আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। টুর্নামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২২। ম্যাচ কমিশনার :

প্রতিটি খেলায় একজন ম্যাচ কমিশনার নিয়োজিত থাকবেন। ফুটবল খেলার নিয়মকানুন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে টুর্নামেন্ট কমিটি ম্যাচ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবে।

২৩। পাতানো খেলা :

শৃঙ্খলা উপকমিটি কর্তৃক পাতানো খেলা শনাক্ত হলে টুর্নামেন্ট কমিটি সংশ্লিষ্ট দলকে ২ (দুই) বছরের জন্য এ টুর্নামেন্টের সকল খেলা থেকে নিষিদ্ধ করতে পারবে।

২৪। পুরস্কার :

(ক) জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত খেলায় বিজয়ী (চ্যাম্পিয়ন) ও বিজিত (রানার্স আপ) দলকে ট্রফি প্রদান করা হবে।

(খ) জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়গণকে ব্যক্তিগত পদক প্রদান করা হবে।

(গ) টুর্নামেন্টের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতা এবং ম্যান অব দ্যা ফাইনালকে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(ঘ) টুর্নামেন্ট হতে বাছাইকৃত ৪৮ জন খেলোয়াড়কে বিভাগীয় দল হয়ে বীচ ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে।

২৫। প্রশিক্ষণ:

(ক) জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা থেকে বাছাইকৃত প্রতিভাবান ৪৮ জন খেলোয়াড়কে বিকেএসপি বা ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তবে ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত অন্য কোনো টুর্নামেন্ট থেকে প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত/প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীরা পুনরায় প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হবে না।

(গ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের বয়সভিত্তিক জাতীয় দলের ক্যাম্পে অথবা বাফুফের ডেভেলপমেন্ট উইংয়ের নিকট বা বিভিন্ন ক্লাবে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হবে।

২৬। খেলা স্থগিত/পরিত্যক্ত ঘোষণা :

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ/দুর্ঘটনা বা গোলযোগের কারণে খেলা অনুষ্ঠিত না হলে রেফারি ৩০ মিনিট পর্যন্ত সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ রাখতে পারবেন। এরপরও যদি খেলা পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তবে রেফারি শেষ বাঁশি বাজিয়ে খেলা স্থগিত/পরিত্যক্ত ঘোষণা করবেন যা পরবর্তী দিবসের নির্ধারিত খেলার পূর্বেই টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে উভয় দলকে ঐ দিনই অবহিত করতে হবে।

(খ) যদি কোন দল নির্ধারিত খেলায় অংশগ্রহণ না করে তাহলে সে দলকে টুর্নামেন্টে অযোগ্য ঘোষণা করে প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

(গ) যদি কোন দল পূর্ণ সময় পর্যন্ত খেলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বা খেলা শেষ হওয়ার পূর্বেই খেলার মাঠ পরিত্যাগ করে বা মাঠে অবস্থান করে বা রেফারির আদেশ অমান্য করে খেলায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে বা খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে উক্ত দলকে টুর্নামেন্ট হতে বহিষ্কার করা হবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

মোঃ তোফায়েল হোসেন
সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৭। মিডিয়া কমিটি :

টুর্নামেন্টের ব্যাপক প্রচারণার জন্য টুর্নামেন্টের প্রত্যেক পর্যায়ে মিডিয়া কমিটি কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

২৮। হিসাব পরিচালনা :

ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৫) ও বীচ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৫) জাতীয় পর্যায়ে পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় সদরের জেলা ক্রীড়া অফিসারের মাধ্যমে সরকারি আর্থিক বিধিবিধান প্রতিপালনপূর্বক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিচালিত হবে।

২৯। বিবিধ :

(ক) খেলার উপযোগী মাঠ প্রস্তুতকরণ, খেলার উপকরণসহ সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে খেলা আয়োজনের নিমিত্ত যাবতীয় ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

(খ) ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টটি বালক এবং বীচ ফুটবল টুর্নামেন্টটি বালক ও বালিকাদের জন্য আয়োজন করা হবে (বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টেও বালিকাদের জন্য আয়োজন করা হবে)।

(গ) টুর্নামেন্টে জেলা ক্রীড়া অফিসার সংশ্লিষ্ট দলসমূহের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩০। সংশোধন :

টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর এ নির্দেশিকার সঙ্গে সংগতি রেখে যে কোন নিয়মকানুন সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবেন।

৩১। আরবিট্রেশন :

(ক) টুর্নামেন্টের প্রতিটি পর্যায়ে গঠিত কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে; তবে সংক্ষুব্ধ পক্ষ পরবর্তী উচ্চতর কমিটির নিকট আপিল করতে পারবে।

(খ) খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বা অন্য কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টুর্নামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৩২। টুর্নামেন্ট কমিটিসমূহ :

টুর্নামেন্টের খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনার জন্য বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে নিম্নরূপ টুর্নামেন্ট কমিটি গঠিত হবে।

(ক) জাতীয় কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়);

১.	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	প্রধান উপদেষ্টা
২.	পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর	সভাপতি
৩.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	পরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ এর প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	উপসচিব (ক্রীড়া-২), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	কমিশনার, ডিএমপি এর প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	অধ্যক্ষ, সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা	সদস্য
৮.	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), ক্রীড়া পরিদপ্তর	সদস্য
৯.	সহকারী পরিচালক (সংগঠন), ক্রীড়া পরিদপ্তর	সদস্য
১০.	জেলা ক্রীড়া অফিসার, ঢাকা	সদস্য
১১.	জনাব শেখ আসলাম, প্রাক্তন জাতীয় ফুটবল খেলোয়াড়	সদস্য

মোঃ তোফায়েল হোসেন
সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২.	জনাব খন্দকার রকিবুল ইসলাম, প্রাক্তন জাতীয় ফুটবল খেলোয়াড়	সদস্য
১৩.	বৈষম্য বিরোধী ছাত্র প্রতিনিধি (প্রয়োজন অনুযায়ী)	সদস্য
১৪.	উপপরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর	সদস্য সচিব

কর্মপরিধি:

১. খেলা পরিচালনার নিয়মাবলি প্রণয়ন ও যাবতীয় দিক নির্দেশনা প্রদান এবং প্রতিযোগিতার তারিখ ও সময় নির্ধারণ।

২. পুরস্কারের নমুনা নির্ধারণ ও তা প্রস্তুতকরণ।

৩. টুর্নামেন্ট সংক্রান্ত বাজেট অনুমোদন।

৪. জাতীয় প্রতিযোগিতা পরিচালনা ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

৫. খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৬. প্রয়োজনবোধে কমিটিতে সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

(খ) বিভাগীয় কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১.	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)	সভাপতি
২.	উপমহাপুলিশ পরিদর্শক এর প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	জেলা প্রশাসক এর প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	উপপরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ	সদস্য
৫.	উপপরিচালক মাধ্যমিক শিক্ষা (বিভাগীয় সদর)	সদস্য
৬.	সাধারণ সম্পাদক, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা	সদস্য
৭.	সাধারণ সম্পাদক, বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	সদস্য
৮.	বৈষম্য বিরোধী ছাত্র প্রতিনিধি (প্রয়োজন অনুযায়ী)	সদস্য
৯.	জেলা ক্রীড়া অফিসার (বিভাগীয় সদর)	সদস্য সচিব

কর্মপরিধি:

১. বিভাগীয় পর্যায়ে সকল খেলার সুষ্ঠু আয়োজন ও পরিচালনা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

মোঃ তোফায়েল হোসেন
সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার